

ভয় না করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন, তিনিই অধিকারী। সেই প্রকার শ্রীহরিনামেও অধিকারগত কোন বিচার নাই; যিনি ইচ্ছা করিয়া আলস্য না করিয়া শ্রীনাম করিবেন, তিনিই অধিকারী। ২৬৯ ॥

ইয়ং কীর্তনাখ্যা ভক্তিভগবতো দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াভির্দীনজনৈকবিষয়াপার-
করণাময়ীতি শ্রুতিপুরাণাদি বিশ্রুতিঃ। কলৌ চ দীনত্বং যথা ব্রহ্মবৈবর্তে—অতঃ
কলৌ তপোযোগবিদ্যায়জ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। সাজ্জা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি
দেহিভিরিতি। অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষাবিভূয় তাননায়াসে-
নৈব তত্তদযুগগতমহাসাধনানাং সর্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। যত এব তথৈব
কলৌ ভগবতো বিশেষতঃ সন্তোষো ভবতি। তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরি-
কীর্তনম্। কলৌযুগে বিশেষণে বিষ্ণুশ্রীতৈ্য সমাচরেৎ ॥ ইতি স্বান্দচাতুর্মাশ্বমাহাত্ম্য-
বচনানুসারেণ। তদেবমাহ কৃতেষদধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজ্ঞতো মথৈঃ। দ্বাপরে
পরিচর্য্যায়ান্ কলৌ তদ্বরিকীর্তনাৎ ॥ ২৭০ ॥

যং যং কৃতাदिषু তেন তেন সাধনেन স্মাৎ তং সর্বং কলৌ হরিকীর্তনাদ্
ভবতীতি। অত্র চ—ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞেন্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্। যদাপ্নোতি
তদাপ্নোতি কলৌ সর্কীর্ত্য কেশবমিতি ॥ ১২।৩ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২৭০ ॥

এই কীর্তনাস্তভক্তি, দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়া দ্বারা সর্বপ্রকারে যে জন
দীন অর্থাৎ অযোগ্য, কেবল তাহাদের প্রতি শ্রীভগবানের অপার করুণাময়ী।
অর্থাৎ যাহার দ্রব্য, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে কিছুই যোগ্যতা নাই,
এই কীর্তনাস্তভক্তি তাহার বিষয়ে শ্রীভগবানের অপার করুণায় আবির্ভাব
করাইয়া দেয়। এ বিষয়টি শ্রুতিপুরাণাদি হইতে বিশেষরূপে জানিতে পারা
যায়। অথচ কলিযুগে মানবমাত্রের দীনত্ব স্বাভাবিক। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে
উল্লেখ দেখা যায়—

অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যায়জ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।

সাজ্জা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ ॥

অতএব কলিযুগে তপস্যা, যোগ, বিদ্যা ও যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মস্বনিপুণ
মানবগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও অঙ্গের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। অতএব
বলির মানুষ স্বভাবতঃই অতিশয় দীন। সেই সকল দীনজনে শ্রীকীর্তনাস্ত-
ভক্তি আবির্ভূত হইয়া সত্যাদি যুগের যে সকল মহাসাধন উল্লিখিত আছে,
সেই সকল সাধনের মহাফল অনায়াসে প্রদান করিয়া শ্রীনামকীর্তনকারী-
জনকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। যেহেতু কীর্তনাস্তভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান
পরম সন্তুষ্ট হয়েন। অতএব সেই সেই সত্যাদি যুগগত নিখিল সাধনের ফল
এক কীর্তনের দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রীভগবৎসন্তোষই নিখিল